১. ইসলামিক দর্শনের মূলনীতি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব আলোচনা করো।

=>

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বা শিক্ষা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব দীর্ঘ সময় ধরে ভারতবর্ষে যেসব মুসলীম শাসকেরা রাজত্ব করে গেছেন তেমনি প্রায় 700 বছর ধরে ইসলামিক শিক্ষা শাসকগুলোর পৃষ্ঠ-পোষকতা পেয়েছে। ভারতে উদ্ভূত ধর্মগুলির চেয়ে নতুন ধর্ম হিসেবে ইসলাম অভারতীয়দের দ্বারা ভারতবর্ষে আসলেও ঐ ধর্মমত ভারতবর্ষে নতুন এক দার্শনিক চিন্তাধারার সৃষ্টি করে।

ঐ দর্শনের মূল উৎস হল পবিত্র গ্রন্থ 'কোরান'। যার অর্থ হল 'Reading'। প্রাচীন আরবিয় ভাষায় রচিত এই গ্রন্থ অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তিকে আল্লাহ বিচার করেন। সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পরে এবং আল্লাহ নির্দেশ মেনে যারা হজরত মহম্মদ নির্দেশীত পথে জীবন-যাপন করেন তারা মৃত্যুর পরে পুরস্কৃত হয়। হজরত মহম্মদ চেয়েছিলেন মানুষ জীবনের সমস্ত প্রকার কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক ধারনা, পারস্পরিক হিংসা দূর করে কোরানের আদর্শে নিজেদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবে। এবং তার মাধ্যমেই একটি ঐক্যবদ্ধ ও উন্নয়নশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে।

ঐ দর্শন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ মুসলীমদের কাছে নীতি সম্পর্ক নিয়মানুবর্তী জীবনের আদর্শই প্রধান। কোরান ঈশ্বরের ধারাকে সর্বচ্চ স্থান দিয়েছে এবং বলেছে আল্লাহ হচ্ছে সর্বচ্চ নির্ধারক শক্তি। জ্ঞান হচ্ছে সেই আল্লাহকে স্পর্শ করার অন্যতম উপায়। বিশ্বাসী মানুষই পারে ঈশ্বরকে ছুঁতে। ইসলামি দর্শনে

১. ইসলামিক দর্শনের মূলনীতি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব আলোচনা করো।

=>

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বা শিক্ষা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব দীর্ঘ সময় ধরে ভারতবর্ষে যেসব মুসলিম শাসকেরা রাজত্ব করে গেছেন তেমনি প্রায় 700 বছর ধরে ইসলামিক শিক্ষা শাসককুলের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। ভারতে উদ্ভূত ধর্মগুলির চেয়ে নতুন ধর্ম হিসেবে ইসলাম অভারতীয়দের দ্বারা ভারতবর্ষে আসলেও এই ধর্মমত ভারতবর্ষে নতুন এক দার্শনিক চিন্তাধারার সৃষ্টি করে।

এই দর্শনের মূল উৎস হল পবিত্র গ্রন্থ 'কোরান'। যার অর্থ হল 'Reading'। প্রাচীন আরবিয় ভাষায় রচিত এই গ্রন্থ অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তিকে আল্লাহ বিচার করেন। সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পরে এবং আল্লাহ নির্দেশ মেনে যারা হজরত মহম্মদ নির্দেশীত পথে জীবন-যাপন করেন তারা মৃত্যুর পরে পুরস্কৃত হয়। হজরত মহম্মদ চেয়েছিলেন মানুষ জীবনের সমস্ত প্রকার কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক ধারনা, পারস্পরিক হিংসা দূর করে কোরানের আদর্শে নিজেদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবে। এবং তার মাধ্যমেই একটি ঐক্যবদ্ধ ও উন্নয়নশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে।

এই দর্শন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের কাছে নীতি সম্পর্ক নিয়মানুবর্তী জীবনের আদর্শই প্রধান। কোরান ঈশ্বরের ধারাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে এবং বলেছে আল্লাহ হচ্ছে সর্বোচ্চ নির্ধারক শক্তি। জ্ঞান হচ্ছে সেই আল্লাহকে স্পর্শ করার অন্যতম উপায়। ইসলামি দর্শনে বিশ্বাসী মানুষই পারে ঈশ্বরকে ছুঁতে।

ইসলাম দর্শনের লক্ষ্য পরম ঐশ্বরিক সত্ত্বাকে ব্যক্তিগত ও আত্মসত্ত্বার উন্নয়নের মাধ্যমে উপলব্ধি। ইসলাম দর্শন তাই অন্তরে মানবতা বাদী। এই দর্শন মানব কেন্দ্রিক, মানুষের প্রকৃতি ও সত্ত্বার উন্নয়নের পথ নির্দেশ করে। ইসলামিক দর্শনে বিশ্বাসী সৎ মানুষ, সমাজে থেকেও ঈশ্বরের উপলব্ধি করেন, তার সৃজনশীল জীবন, প্রাকৃতিক শক্তিকে বিশ্লেষন করার বৌদ্ধিক ক্ষমতা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে আত্ম নিয়োগ করে সবকিছু সমর্পন করা।

❀ ইসলামি দর্শনের শিক্ষাগত তাৎপর্য :-

ইসলামি দর্শনে শিক্ষাকে 'পবিত্র' বা 'Sacred' বলে গন্য করা হয়েছে। কারন আল্লাহ নিজেই প্রথম মানুষটিকে শিক্ষিত করে তোলেন। ইসলামি দর্শনের মতে — কোরান ও তার প্রকাশ থেকে সকল জ্ঞান অর্জিত হয়।

কোরান অভ্রান্ত। কোরান ও হাদিসে রয়েছে অসংখ্য উপদেশ ও নির্দেশ — যেগুলি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি ও বিকাশে পরম সহায়তা করে। দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার নির্দেশ গুলিও মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সহায়ক।

❀ ইসলামি দর্শনে শিক্ষার লক্ষ্য :-

ইসলামি মতাদর্শে জ্ঞানই সত্য আবিষ্কারের একমাত্র পথ। তাই হজরত মোহম্মদ বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন — জ্ঞান অন্বেষন স্ত্রী - পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের অবশ্য ধর্মীয় কর্তব্য। জ্ঞান ও শিক্ষা সম্বন্ধে ইসলামের সুপারিশ হল — জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষন করা (seek Knowledge from cradle to grave), মোহম্মদ স্ত্রী - পুরুষের আবশ্যিক জ্ঞান ও শিক্ষার (compulsory education fo both male and female) কথা বলেন।

ইসলামি শিক্ষায় নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না। পুরুষের মতো নারীদেরও শিক্ষায় সম অধিকার স্বীকৃত। তা দ্বারা ইসলামি মতাদর্শে শিক্ষা হলো নিরবচ্ছিন্ন জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া — Education is continuous, life long Process ।

ইসলামি শিক্ষার লক্ষ্য হলো জ্ঞানের প্রসারন এবং ইসলামি নীতিসমূহের প্রচার। The aim of education is the extension of Knowledge and the Propagation of Islamic Principles. ইসলামি দর্শনে উন্নত মানুষ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে, যে মানুষ নিজ আত্মার সঙ্গে বিশ্ব আত্মার মিলন অনুভব করতে পারবে। তাই ইসলামি দর্শনে ব্যাবহারিক বৌদ্ধিক শিক্ষাকে অবহেলা করা হয়নি।

❀ ইসলামে দর্শনে পাঠক্রম :—

ইসলামিক শিক্ষা মক্তব ও মাদ্রাসায় সংগঠিত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মক্তব এবং উচ্চশিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়। এই বিদ্যালয়গুলি গৃহস্থ বাড়িতে, মসজিদে, ভূস্বামী বা অভিজাতদের দানে পরিচালিত হত।

ধর্ম নিয়ন্ত্রিত ইসলামিক শিক্ষায় ধর্মশিক্ষা ছিল আবশ্যিক। আরবি ছিল অবশ্য পাঠ্য। আবুল ফজলের বর্ননা অনুসারে ঐস্লামিক পাঠ্য বিষয়গুলি ছিল তিন ধরনের—

1. ইলাহি অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়
2. রিয়াজ অর্থাৎ গনিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সংগীত, চিকিৎসা
3. তাবিঈ অর্থাৎ প্রকৃতিবিজ্ঞান

মক্তবে বিদ্যার্থীদের পঠনপাঠন লিখন এবং প্রাথমিক গনিত শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষা ও জ্ঞানের পঠনপাঠনের (Reading) উপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত।

মক্তবে বিদ্যার্থীদের কোরানের আয়াতাস (Ayats) স্মরন করা বাধ্যতামূলক ছিল। এ ছাড়া আরবি, পারসিভাষা এবং ধর্মশাস্ত্র (scripts) কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাদ্রাসাতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দেওয়া হত। মাদ্রাসাতে ধর্মতত্ত্ব এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়গুলি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত শিক্ষার বিষয়গুলি ছিল — কোরান শিক্ষা, মোহম্মদের উপদেশাবলি (Preachings), অনুশাসনগুলি (Commandments), ইসলামি আইন ও ইতিহাস।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল আরবি সাহিত্য, ব্যাকরন, ইতিহাস, দর্শন, গনিত, রাজনীতি, ভূগোল, অর্থনীতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কৃষিবিদ্যা।

❋ শিক্ষার পদ্ধতি :—

ইসলামি শিক্ষার পদ্ধতি ছিল প্রধানত মৌখিক এবং মুখস্থ (oral education and memorization)। তবে পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক শিক্ষন পদ্ধতি ইসলামি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ইসলামি অনুশাসনে উলেমাদের চরিত্র শক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। সৎ চরিত্রবান শিক্ষকের কাছে কঠোর শৃঙ্খলায় শিক্ষাদান পরিচালিত হত। শিক্ষক - শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। শিক্ষকগন কোনো বেতন নিতেন না। বেতন গ্রহন করা ছিল 'গুনাহ'। শিক্ষকগন অনেক সময় জাকাতের টাকা থেকে প্রতিষ্ঠানা পরিচালনা করতেন। ইসলামি শিক্ষা দর্শন সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মানবতাবাদের আদর্শ শিক্ষা দেয় — teaches ideals of universal brotherhood and humanism.

ইসলামি বিধি অনুযায়ী ঈশ্বর উপলব্ধির শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। তাই ধর্মগুরু ও শিক্ষাগুরু একই ব্যক্তি ছিলেন। বস্তুত শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মূলত ধর্মনিয়ন্ত্রিত। আর বিশ্বাত্মার উপলব্ধির পদ্ধতি হল নির্জন স্থানে গভীর মনন সহযোগে ধ্যান বা Intuition। এই Intuition বা প্রজ্ঞা বৌদ্ধিক শিক্ষায় বিশ্ব প্রকৃতির জটিলতা পর্যবেক্ষনে ব্যাবহারিক শিক্ষায় ভিত্তিও বটে।

ইসলামি দর্শনে শিক্ষাগত তাৎপর্যের শ্রেষ্ঠ কথা রয়েছে 'ইসলাম' শব্দটিতে। ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পন। সুশিক্ষা ছাড়া আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পন (complete surrender to God or Allah) করা সম্ভব নয়। তাই ইসলাম দর্শনে শিক্ষা অপরিহার্য বিষয়রূপে পরিগণিত। এই শিক্ষার লক্ষ্য হল শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালনে মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলা। মক্তব - মাদ্রাসার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে উক্ত লক্ষ্য প্রতিফলিত।